প্রথম আলো

তারিখ 25 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৬টি কলেজের আটটি চালু হয়েছে এবার, সাতটি অননুমোদিত তোরণ নির্মাণ করে শিক্ষার্থীদের স্বাগত

নরসিংদী শহরের বাসুমাঠ এলাকায় পাশাপাশি দুটি ভবনে তিনটি কলেজ ● ছবি : প্রথম আলো

নরসিংদীতে কলেজের হাট!

মো. সুমন মোল্লা, নরসিংদী থেকে ●

মাত্র এক কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে এ বছরই আটটি নতুন কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে নরসিংদী শহরে। ওই শহরে এর আগে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে আরও ছয়টি বেসরকারি ও দুটি সরকারি কলেজ চালু রয়েছে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শহর এলাকায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং গ্রামে আয়তনের ভিত্তিতে কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা। কিন্তু নরসিংদী শহরজুড়ে ১৬টি কলেজের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারা।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এ বছর চালু হওয়া নতুন আটটি কলেজের মধ্যে সাতটিই অননুমোদিত। তাহলে এগুলো কীভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে?

এই প্রশ্নের জবাবে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক শ্রীকান্ত কুমার চন্দ *প্রথম আলোকে* বলেন, কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন ছাড়াই চলছে। এসব প্রতিষ্ঠান ছাত্র জোগাড় ও ভর্তি করলেও ওই সব ছাত্র শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত কলেজ থেকেই পরীক্ষা দেয়। কলেজ পরিদর্শক আরও জানান, কিছু কলেজ বোর্ডে একটি আবেদন করেই ভর্তি শুরু করে দেয়। এ ক্ষেত্রে অন্য কলেজের মাধ্যমে ভর্তি দেখিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এরপর পরিদর্শন শেষে যদি দেখা যায় কলেজটি পরিচালনার যোগ্য নয়, তাহলে সেটি বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের অন্য কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

জানা যায়, নরসিংদীতে প্রায় এক কিলোমিটার আয়তনে গড়ে তোলা নতুন আটটি কলেজ হচ্ছে নরসিংদী রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরসিংদী প্রেসিডেন্সি কলেজ, অক্সফোর্ড কলেজ, স্কলাস্টিকা মডেল কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, ক্যামব্রিয়ান মহিলা কলেজ, নরসিংদী টাউন কলেজ ও নরসিংদী ইউনিক কলেজ।

এর আগে ওই শহরে চালু থাকা আটটি কলেজের মধ্যে রয়েছে নরসিংদী বিজ্ঞান কলেজ, নরসিংদী কমার্স কলেজ, হাজী আবেদ আলী কলেজ, আবদুল কাদের মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী মডেল কলেজ ও নরসিংদী ক্যাডেট কলেজ। এ ছাড়া রয়েছে নরসিংদী সরকারি কলেজ ও নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ।

বিশাল তোরণ, বাহারি নাম: গত মঙ্গলবার নরসিংদী শহরে গিয়ে দেখা যায়, নতুন কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে প্রধান প্রধান সড়কের দুই পাশ ঘেঁষে বিশাল তোরণ নির্মাণ করেছে। শহরে ঢোকামাত্র এগুলো দেখে মনে হয়, হয়তো বড় কোনো মন্ত্রী আসবেন, অথবা রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে। বাস্তবে কলেজে ভর্তির জন্য এই তোড়জোড়। এ ছাড়া

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

নরসিংদীতে কলেজের হাট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নাম অনুকরণ করছে।

একই ভবনে দুটি কলেজ, পাশের ভবনে আরেকটি : শহরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পার হলেই বকুল মাঠে পাঁচতলা একটি ভবন। ওই ভবনে রয়েছে দুটি নতুন কলেজ আর একটি কোচিং সেন্টার। লাগোয়া পাশের ভবনে শুরু হয়েছে অক্সফোর্ড নামের আরেকটি নতুন কলেজের ভর্তি কার্যক্রম।

পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় রেসিডেন্সিয়াল কলেজে গিয়ে দেখা যায়, চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছেন ত্রিশোর্ধ্ব এক তরুণ, নাম মোয়াজ্জেম হোসেন। নিজেকে তিনি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বলে পরিচয় দেন।

ভর্তির অনুমোদন আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে মোয়াজ্জেম হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখনো পাইনি, তবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে পেয়ে যাব।'

জানা যায়, অনুমোদন না পেলেও এরই মধ্যে ৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তি ফি নেওয়া হচ্ছে বিভাগ অনুযায়ী ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকা। মাসিক বেতন ধরা হয়েছে ছয় শ থেকে সাড়ে ছয় শ টাকা। ওই কলেজে কক্ষ আছে মাত্র দুটি। দুই কক্ষে বেঞ্চ দেখা যায় মোট আটটি।

ভবনের তিনতলায় নরসিংদী রেসিডেন্সিয়াল কলেজে ঢুকে দেখা যায়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হাবিবুর রহমান কাগজপত্র দেখছেন। ভাড়া করা একই ভবনে দুটি কলেজ আর একটি ভর্তি কোচিং সেন্টার স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'পথিক পথ খোঁজে না, পথই পথিককে পথ দেখায়।' তিনি আরও বলেন, 'এ কথা সত্য, ভাড়া বাড়িতে কলেজ থাকা উচিত নয়, তবে এটা প্রধান সমস্যা নয়।'

কিন্ডারগার্টেন থেকে কলেজ : পাঁচতলা ভবন লাগোয়া পাশের ভবনে রয়েছে অক্সফোর্ড কলেজের সাইনবোর্ড। বাইরে সামিয়ানা টানিয়ে তিন যুবক ভর্তি ফরম ও নির্দেশিকা বিক্রি করছেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা নিজেদের নতুন কলেজের সম্ভাব্য প্রভাষক হিসেবে পরিচয় দিন। তাঁদের একজন জহিরুল হক জানান, নতুন কলেজ গড়তে হলে এটুকু কষ্ট করতেই হবে।

কলেজের মূল ভবন কোনটি, তা জানতে চাইলে একটি কিন্ডারগার্টেন দেখিয়ে দেন তাঁরা। জানা গেল, ওই কিন্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতাই অক্সফোর্ড কলেজ তৈরি করেছেন। তখন কিন্ডারগার্টেন ক্লাস চলছিল। একটি কক্ষে ঢুকে দেখা যায়, ১০-১২ জন শিশুকে বেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হানিফা বলেন, 'কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করে সফল হয়েছি। এর ধারাবাহিকতায় কলেজ করার স্বপ্ন দেখছি।' অধ্যক্ষ বলেন, কিছুদিন কিন্ডারগার্টেনে পাঠ দেওয়া হলেও পরে নির্মাণাধীন ভবনে কলেজ স্থানান্তর করা হবে।

এক ভবনে দুই কলেজ আর এক কিলোমিটারের মধ্যে আটটি নতুন কলেজ গড়ে তোলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মোহাম্মদ হানিফা বলেন, তাঁর কলেজ ছাড়া একটিরও অনুমোদন নেই। নরসিংদীর পৌর মেয়র লোকমান হোসেন বলেন, 'কলেজ গড়া কত সহজ, তা দেখছি। স্বপ্ন দেখে, একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া এবং কয়েকজন শিক্ষক থাকলেই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায়।'

নরসিংদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা মিয়া বলেন, 'নতুন প্রতিটি কলেজ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন, একদিকে ভাড়া বাড়িতে কলেজ, তাও আবার একই ভবনে দুই কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি হাস্যকর। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কোন দিকে এগোচ্ছে, এটা তার ইঙ্গিত বহন করে।

নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কালাম মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন কলেজগুলোতে ভালো শিক্ষক, পাঠাগার, খেলার মাঠ, এমনকি অনুমোদনও নেই। তিনি আরও বলেন, 'এসব করে ব্যবসা হতে পারে, পড়ালেখা হতে পারে না।'

নরসিংদীর জেলা প্রশাসক অমৃত বাড়ৈ বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে জেলা প্রশাসন অবগত হয়েছে এবং করণীয় নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে।